দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... ১ শেপ্টেম্বর ২০০৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করবেন না

মুহম্মদ ঈসা শাহেদী

আমরা আন্তরিকভাবে চাই না যে, বর্তমান জোট সরকারের আমলে দীর্ঘ ২২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা শিক্ষার দাফন কাফন সম্পন্ন হোক এবং অতীতের নিউ স্কীম মাদ্রাসার কায়দায় সারা দেশের আট হাজারের অধিক মাদ্রাসা স্কুল-কলেজে রূপান্তরিত হোক আর এর অভিশাপ আমাদের সবার উপরে নেমে আসুক। এ জন্যই মনের কিছু কথা ও ব্যথা বা আসলে হৃদয়ের বুকফাটা কান্না জাতির খেদমতে পেশ করতে চাই।

আমাদের মতে, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতি ও মানের অভাব। এ অভাবের কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার শরীর থেকে মাথা কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। যদি ফাযিল ও কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় তাহলে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটবে, এতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার চারটি স্তরের প্রথম দু'টির মান জেনারেল শিক্ষার এসএসসি ও এইচএসসির সমান। প্রথম স্তরে ১০টি শিক্ষাবর্ষ শেষে দাখিল পাস করার পর এসএসসির ছাত্রদের মত কলেজে ভর্তি হতে পারে। দু'বছর পর আলিম পাস করে ছাত্রছাত্রীরা এইচএসসি পাসের মত বিএতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। পরবর্তী দু'বছর শেষে ফাযিল পরীক্ষা এবং আরো দু'বছর পর কামিল পরীক্ষা। ফাযিলে বিএ'র ফাউন্ডেশন কোর্সের ইংরেজী ও বাংলা পড়ানো এবং পরীক্ষা দেয়া হলেও বিএ'র মান নেই। ফাযিল পাসরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ পায় না। কামিলে মাস্টার্স পর্যায়ের লেখাপড়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয় মানের স্বীকৃতি কামিল স্তরকে দেয়া হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ঢাকা, সিলেট ও বগুড়ার সরকারী আলিয়া মাদ্রাসাসহ সারাদেশের ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর পরীক্ষা সরকারীভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সার্টিফিকেটও প্রদান করে সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড; অথচ সরকারীভাবে এর মান স্বীকার করা হয় না। একে মাদ্রাসা ছাত্র ও মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? ফাযিল ও কামিলের মান ও স্বীকৃতির অভাবে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা মাঝপথে দাখিল ও আলিম থেকে দলে দলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ, আলিম পাসের পর মাত্র দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তির সুযোগ থাকে। ফলে মানবিহীন ফাযিল পড়তে চাইলে বিএ অনার্স-এর কথা ভুলে যেতে হবে, যা সাধারণত সচেতন বোর্ড করতে রাজি নয়। কেউ কেউ বিএ অনার্সে ভর্তি হওয়ার পর পারিবারিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের টানে ফাযিলেও ভর্তি হয়। এই ভর্তি তো পড়ার জন্য নয়, পরীক্ষা দেয়ার জন্য। তাও চুরি করে। কারণ, জানাজানি হলে উল্টা শাস্তি পেতে হবে। উভয় স্যার্টিফিকেট নিয়ে সমস্যা হবে। আমাদের বিবেচনায় দাখিল ও আলিমকে এসএসসি ও এইচএসসি'র মান প্রদান এবং ফাযিল ও কামিলকে মান না দেয়ার বিষয়টি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মস্ত গ্যাঁড়াকলে পরিণত হয়েছে। এ কারণে দাখিল পরীক্ষায় সারা দেশে যেখানে প্রায় এক লাখ ষাট হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়, আলিমে তাদের সংখ্যা মাত্র ষাট হাজার। অর্থাৎ পরীক্ষায় ঝরে পড়া এক লাখের মত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে স্বল্প সংখ্যক জাতীয় কলেজে চলে যায়। আলিম

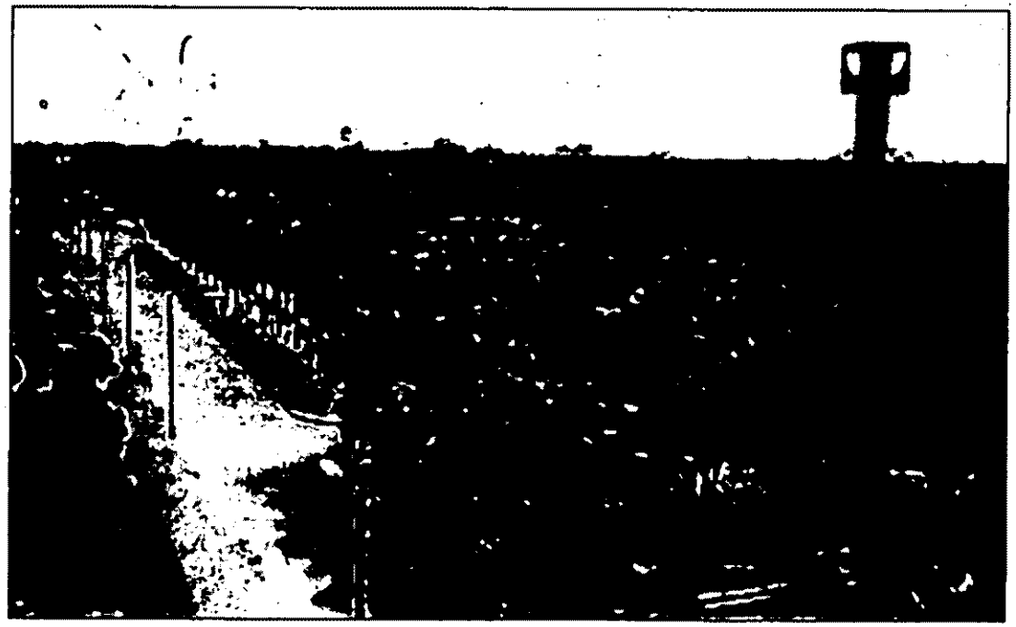

(এইচএসসি) পরীক্ষায় যারা পাস করে তাদের প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্সে ভর্তির সুযোগ নেয়। ফাযিল ও কামিলের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দেখলেই এর ভয়াবহতা অনুমান করা সহজ হবে। কয়েক বছর হতে সারা দেশ থেকে ফাযিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা মোট বিশ হাজারের বেশী নয়। উল্লেখ করা হয়েছে যে, এদের মধ্যে অনেকে বিএ, অনার্স পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। এরপরে কামিল স্তরে হাদীস, ফিকাহ, তাফসীর ও আদব (আরবী সাহিত্য) এই চার বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সারা দেশে ৬/৭ হাজারের বেশী নয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিনা ঘোষণাতেই ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ ছাত্রের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তমানে যেসব শিক্ষক আছেন তাদের মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের পর নতুন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সরকার নিয়ন্ত্রিত তিনটি আলিয়া মাদ্রাসা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার অর্ধেকের বেশী শিক্ষকের পদ শূন্য। যারা আছেন তাদের অধিকাংশ জেনারেল সাবজেক্টের শিক্ষক। শোনা যাচ্ছে, বগুড়া সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার ফাযিল শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ৭ জন এবং কামিলেও ৭/৮ জনের বেশী নয়। ছাত্র ও শিক্ষক-শূন্যতার এই হাহাকার সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায়ও চলছে। কাজেই আমরা গভীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আশংকার সাথে বলতে চাই যে, অবিলম্বে মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিলের মান ও স্বীকৃতি দেয়া না হলে মাদ্রাসা শিক্ষার মাথা কেটে দেয়ার সমান হবে এবং এই ধ্বংস ও বিপর্যয় রোধ করার অন্য কোন উপায় নেই। ফাযিল ও কামিলের মান বলতে আমরা অসম্ভব কিছু দাবী করছি না। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামিক স্টাডিজ, ফার্সী ও উর্দু ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হয়। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস, কুরআন ও ফিকাহ ভিত্তিক অতিরিক্ত কিছু বিষয় আছে। এগুলোর জন্য সিলেবাস বিন্যস্ত আছে। আমাদের প্রস্তাব হল, ঐ আদলে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আদব, আরবী সাহিত্য, হিকমত (দর্শন), মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) প্রভৃতি বিষয়ে ফাযিল ও কামিলের সিলেবাস বিন্যস্ত করা হোক এবং যথাযথ মান ও স্বীকৃতি দেয়া হোক। ফাযিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্স-এর মান ও স্বীকৃতি দিতে হলে নিশ্চয়ই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের দাবী, ঢাকায় স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার অধীনে ফাযিল ও কামিলের সিলেবাস পুনর্বিন্যাস, পরীক্ষা গ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাথে সমন্বয়পূর্বক মান ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনেক আগেই এই মান ও স্বীকৃতির পক্ষে সুপারিশ করেছে। সরকারী সিদ্ধান্তের অপেক্ষাতেই বিষয়টি আটকা পড়ে আছে। অবশ্য সরকারও ঢাকায় এর জন্য একটি এপিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ২০০২ সালের জানুয়ারীতে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। কিন্তু একটি মহল সরকারী প্রজ্ঞাপনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে প্রথমে ফাযিল-কামিলকে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র চালায়। আর এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার জন্য গভীর চক্রান্তে তৎপর রয়েছে এবং সরকারকেও এর সাথে যুক্ত করেছে। এ মুহূর্তে আমাদের সাথে ঐ মহলটির বা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হচ্ছে, আমরা মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতি ও মান প্রদানের জন্য ঢাকায় স্বতন্ত্র এপিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় চাই। আর সরকার বলছে, তা আপাতত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করতে। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছি যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস হয়ে যাবে। এর পক্ষে অনেক যুক্তি দেয়া যায়। তবে সবচেয়ে বড় যুক্তি ও প্রমাণ হচ্ছে অতীতের ইতিহাস। ইতিহাস যে কোন জাতিকে সামনে চলার পথ দেখায়। যে জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, ভবিষ্যতের ঘাত-প্রতিঘাতে তারা পথ হারাতে বাধ্য। উপ-মহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে যথার্থ গবেষণা এখনো হয়নি। ইসলামপন্থী বলে পরিচিত গবেষকরা মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত নিয়ে গবেষণার পরিবর্তে এর দুর্বলতা সম্পর্কে দু'একটি তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েই আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে যেসব আলেমরা জীবন শেষ করে দিচ্ছেন তাদেরও সেদিকে মনোযোগ আছে বলে মনে হয় না।

(অসমাপ্ত)